SUZY NEWS

বর্ষ ৫ ▪ সংখ্যা ২ ▪ অক্টোবর ২০০৮

বাংলাদেশে ডায়রিয়া নিরাময়ে শিশুদের জন্য জিংক-এর ব্যাপ্তিবর্ধন (সুজি) প্রকল্পের নিউজলেটার

শিশুদের ডায়রিয়ায় জিংক চিকিৎসার স্কেলিং আপঃ একটি জীবনরক্ষাকারী যাত্রা
পৃষ্ঠা ৩

এনজিও খাতের মাধ্যমে শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহার
পৃষ্ঠা ৪

বেবি জিংক গণমাধ্যম প্রচারাভিযানঃ ধানসিড়ির অভিজ্ঞতা
পৃষ্ঠা ৫

icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠক;

সুজি নিউজের সর্বশেষ সংখ্যায় আপনাদের স্বাগতম।

এই নিউজলেটারের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে অনুর্ধ পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় খাবার স্যালাইনের সাথে সাথে জিংকের ব্যবহার ব্যাপকহারে বিস্তার ও এ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত গবেষণা সম্পর্কে আগ্রহী জনসাধারণকে অবহিত করা। আইসিডিডিআর,বি-র স্কেলিং আপ জিংক ফর ইয়াং চিলড্রেন উইথ ডায়রিয়া প্রজেক্ট বা সুজি প্রকল্পের এই নিউজলেটারের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রমের পাশাপাশি ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে জিংক ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কেও আমরা আপনাদের অবহিত করি।

www.icddrb.org/activity/SUZY

গত সংখ্যা প্রকাশের পর স্কেলিং আপ কার্যক্রমের আরো বিস্তৃতি হয়েছে। বেবি জিংক গণমাধ্যম প্রচারণা পুরোদমে চলছে। নিয়মিত প্রচারণা কার্যক্রম তথা টেলিভিশন, রেডিও ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ, পোষ্টার, স্টিকার, বিলবোর্ড, বাস, লঞ্চ ও রিক্সা ব্র্যান্ডিং-এর পাশাপাশি সুজি প্রকল্প সারাদেশব্যাপী যাদুর মাধ্যমে স্কুলগুলোতে জিংক চিকিৎসার প্রচারণা চালাচ্ছে। এছাড়াও, রেডিও প্রোগ্রাম, টেলিভিশনে নাটক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করেছে।

টেকনিক্যাল ইন্টারেস্ট গ্রুপের সভার সুপারিশ অনুসারে সুজি প্রকল্প খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি অনুর্ধ পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংকের উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করতে এনজিওগুলোর সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি করেছে। কারণ, বাংলাদেশে অনেক এনজিও কম্যুনিটির জনগণের মধ্যে সরাসরি স্বাস্থ্যসেবাদান করে থাকে আবার অনেক এনজিও গ্রাম ডাক্তার/ওষুধ বিক্রেতা প্রমুখ স্বাস্থ্যসেবাদানকারীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে তাদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা প্রদান করে। এছাড়াও, দূরবর্তী অঞ্চল ও যেসব অঞ্চলে ডায়রিয়ার প্রকোপ বেশি, সেসব অঞ্চলেও প্রচারাভিযান বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রকল্পটি পল্লী চিকিৎসকদের জন্য প্রশিক্ষণ অব্যাহত রেখেছে এবং এপর্যন্ত প্রায় ৬,০০০ পল্লী চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে যা গ্রামাঞ্চলে জিংকের ব্যবহার বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এভাবেই গ্রামাঞ্চলে জিংক-বিষয়ক সচেতনতা ও প্রকৃত ব্যবহারের হারের যে তারতম্য তা দূরীভূত হবে বলে আমরা আশাবাদী।

এই সংখ্যা সুজি নিউজের শেষ সংখ্যা, তাই এতে বাংলাদেশে সুজি প্রকল্পের যাত্রার একটি বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সুজি প্রকল্প বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঘরে ঘরে এই জীবনরক্ষাকারী ও সাশ্রয়ী চিকিৎসার কথা পৌঁছে দিয়েছে যে চিকিৎসার মাধ্যমে প্রতি বছর অনুমিত ৫০,০০০ শিশুর জীবন রক্ষা করা যাবে। আমরা বিল এন্ড মেলিন্ডা গেট্স ফাউন্ডেশনকে তার সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এই অর্থায়নই প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করেছে যার ফলে পাঁচ বছর ধরে সফলভাবে স্কেলিং আপ কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে জীবন বাঁচানোর জ্ঞানের উৎস

সুজি নিউজের এই সংখ্যা সুজি গবেষণা দলের এনজিও স্টাডিতে কম্যুনিটি জরীপ ও ইন-ডেপথ্ ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত নিয়ে শিশুদের ডায়রিয়ায় গ্রাম ডাক্তারদের প্রদত্ত চিকিৎসা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এছাড়াও, প্রকল্পের মিডিয়া পার্টনার, ধানসিড়ি মিডিয়া প্রোডাকশন হাউজ গণমাধ্যম প্রচারণা কার্যক্রমকালে তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন।

আশা করি, এ সংখ্যাটি আপনাদের ভালো লাগবে।

সম্পাদক, সুজি নিউজ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আব্দুল ওয়াজেদ, সুজি প্রকল্প
জোয়ানা ব্রেলিনস্কা, কমিউনিকেশনস্ ইউনিট
ডাঃ আহমেদ শফিকুর রহমান, সুজি প্রকল্প
হাজেরা নজরুল, সুজি প্রকল্প
ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সুজি প্রকল্প
ডাঃ সামিনা সুলতানা, সুজি প্রকল্প
নুরুল আলম, সুজি প্রকল্প
সুজি গবেষণা দল
ধানসিড়ি মিডিয়া প্রোডাকশন হাউজ
দি একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড

বিশেষ ধন্যবাদ

আবিদুর রহমান, সুজি প্রকল্প
অডিও ভিজ্যুয়াল ইউনিট, আইসিডিডিআর,বি

এই প্রকল্প অথবা সুজি নিউজ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন:

ডাঃ চার্লস্ পি লারসন, clarson@cw.bc.ca

সুজি প্রকল্প
আইসিডিডিআর,বি
জিপিও বক্স নং ১২৮, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন +৮৮ ০২ ৮৮৬০৫২৩-৩২# ২৫৩৯
www.icddrb.org/activity/SUZY

ড. ট্রেসি লিন কোহ্লমুজ
প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর
সুজি প্রকল্প
tracey@icddrb.org

নাজরাতুন নাঈম মোনালিসা
ইনফরমেশন ম্যানেজার
সুজি প্রকল্প
monalisa@icddrb.org

ডিজাইন ও পেইজ লে-আউট
সৈয়দ হাসিবুল হাসান
পাবলিকেশনস্ ইউনিট
hasib@icddrb.org
মুদ্রণে সিদ্দিক প্রিন্টার্স

শিশুদের ডায়রিয়ায় জিংক চিকিৎসার স্কেলিং আপ: একটি জীবনরক্ষাকারী যাত্রা

স্কেলিং আপ জিংক ফর ইয়াং চিলড্রেন উইথ ডায়রিয়া প্রজেক্ট বা সুজি প্রকল্প বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুর জন্য বিশেষত দরিদ্র ও অপুষ্ট শিশুদের ডায়রিয়ায় জিংক চিকিৎসা বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে এর যাত্রা শুরু করে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ডায়রিয়া এখনও অসুস্থতা ও মৃত্যুর অন্যতম কারণ। প্রতি বছর এসব দেশে প্রায় ২ মিলিয়ন শিশু ডায়রিয়ায় মারা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, জিংক অনুর্ধ পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের ডায়রিয়া নিরাময়ে খুবই কার্যকর। জিংক শুধু ডায়রিয়া নিরাময়ই করেনা, ভবিষ্যতে সংক্রামক রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করে শিশুর জীবন রক্ষা করে।

একটি একনিষ্ঠ দল বাংলাদেশের জিংকের স্কেলিং আপ কার্যক্রম শুরু করে যার মাধ্যমে এদেশের সকল অনুর্ধ পাঁচ বছর বয়সী শিশু জিংক চিকিৎসার সুফল ভোগ করবে এবং যার মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৫০,০০০ শিশুর জীবন রক্ষা পাবে।

প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সুজি প্রকল্প স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিশেষত এর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, উৎপাদন সহযোগী হিসেবে দি একমি ল্যাবরেটরীজ লিমিটেড ও গণমাধ্যম প্রচারণা সহযোগী হিসেবে ধানসিড়ি মিডিয়া

বেবি জিংক

বেবি জিংক ভ্যানিলা স্বাদের একটি ওষুধ যা শিশুদের জন্য সুসহনীয়। ২০ মি: গ্রা: জিংক সালফেটের এই ডিসপারসিবল ট্যাবলেট ছয় মাস থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ডায়রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি এই ওষুধও শিশুকে খাওয়ানো শুরু করতে হবে। প্রতিদিন ১টি করে ট্যাবলেট ১০ দিন খাওয়াতে হবে।

এক চামচ বিশুদ্ধ খাবার পানিতে ট্যাবলেটটি দিলে তা গলে সিরাপে পরিণত হবে।

সুজি প্রকল্প জিংক ডিসপারসিবল ট্যাবলেটকে গুরুত্ব সহকারে প্রচার করছে কারণ বোতলের সিরাপের তুলনায় এর মূল্য কম, এটি খাওয়ানো সহজ ও এর ডোজ মনে রাখা সহজ।

অনেক বছরের গবেষণার পর আইসিডিডিআর,বি সিদ্ধান্ত নেয় যে ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংকের কার্যকারিতা ও উপকারিতা যা প্রমাণিত হয়েছে এবং এখন সময় জনসাধারণের কাছে জিংক চিকিৎসা সহজলভ্য করে তোলার জন্য আরো গবেষণার পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে জিংকের উৎপাদনের জন্য ইনোভেটিভ সমাধান, স্বাস্থ্যসেবাদানকারী ও যত্নকারীর কাছে জিংকের ব্যবহার প্রচারণার জন্য কৌশল প্রনয়ণ এবং একটি আধুনিক বিতরণ ব্যবস্থা।

বাস্তবায়ন ও সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে আইসিডিডিআর,বি কয়েক বছর ডায়রিয়ার চিকিৎসায় শিশুদের ক্ষেত্রে জিংকের ব্যবহার নিয়ে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বা গবেষণা চালায় এবং এই গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ২০০২ সালে বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস্ ফাউন্ডেশনের কাছে আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব পেশ করে। ২০০৩ সালের জুন মাসে আইসিডিডিআর,বি এই অর্থায়ন পায়।

প্রোডাকশন হাউজ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ শুরু করে।

এই জিংক চিকিৎসাকে সাশ্রয়ী ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের মাধ্যমে সহজলভ্য করার জন্য আইসিডিডিআর,বি ২০ মি: গ্রা: জিংক সালফেটের ডিসপারসিবল ট্যাবলেট উৎপাদনের পেটেন্ট লাইসেন্স ক্রয়ের পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আইসিডিডিআর,বি ফরাসী সংস্থা নিউট্রিসেটের কাছ থেকে পেটেন্ট লাইসেন্স ক্রয় করে একটি বাংলাদেশী ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান দি একমি ল্যাবরেটরীজ লিমিটেড-কে প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে এই ফর্মুলেশন অনুযায়ী ওষুধ উৎপাদনের সাব-কন্ট্রাক্ট দেয়। নিউট্রিসেট থেকে একটি প্রতিনিধি দল একমির উৎপাদিত জিংক ডিসপারসিবল ট্যাবলেটের গুণগতমান পরীক্ষা করতে আসে। এরপর বেবি জিংক নামে এই জিংক ডিসপারসিবল ট্যাবলেট ডায়রিয়ার চিকিৎসার একটি অদ্বিতীয় ফর্মুলেশন হিসেবে ২০০৬ সালের ২৩ নভেম্বর থেকে বাজারজাত শুরু হয়।

ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংক একটি নতুন আবিষ্কার, তাই সারাদেশে সফলভাবে এর সুফল জানাতে এর ব্যাপক প্রচারণার প্রয়োজন হয়। প্রচারণা অভিযানের জন্যও বিস্তৃত মাত্রায় ফর্মেটিভ রিসার্চ পরিচালনা করা হয়, যার উপর ভিত্তি করে সুজি প্রকল্প প্রধানত যত্নকারী বা মা-বাবা এবং স্বাস্থ্যসেবাদানকারী-জনসাধারণের এই দুই অংশকে গুরুত্ব দিয়ে বেবি জিংক গণমাধ্যম প্রচারাভিযান শুরু করে। বাংলাদেশের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ জনগণ তুলনামূলকভাবে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী। তাই সুজি প্রকল্প মূলত এই জনগোষ্ঠীর কাছে সহজে পৌঁছানোর উদ্দেশ্য নিয়ে গণমাধ্যম প্রচারাভিযানের বার্তা তৈরি করে।

স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের কাছে জিংকের প্রচারের জন্য সুজি প্রকল্প লাইসেন্স-প্রাপ্ত অর্থাৎ এমবিবিএস চিকিৎসক, স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যসেবাদানকারী এবং লাইসেন্সবিহীন স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের কাছে জিংকের বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। এর মধ্যে লাইসেন্সবিহীন স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের কাছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ চিকিৎসাসেবা নিয়ে থাকে। প্রচারাভিযানটিতে ৪টি প্রধান বার্তা দেয়া হয়েছে:

ক. বেবি জিংক ডায়রিয়ার চিকিৎসা ও প্রতিরোধ করে

খ. খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি ব্যবহার করুন

গ. প্রতিদিনে ১টি করে ১০ দিনে ১০ টি ট্যাবলেট খাওয়ান

ঘ. এক চামচ খাবার পানিতে দিলে ট্যাবলেটটি গলে যাবে।

টেলিভিশন ও রেডিওতে বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ও প্রবন্ধ, বিলবোর্ড, পোষ্টার, স্টিকার, সাইনবোর্ড, দেয়াল লিখন, বাস, লঞ্চ ও রিক্সা ব্র্যান্ডিং, টিন প্লেট, হাত পাখা প্রভৃতির মাধ্যমে ডায়রিয়ার চিকিৎসায় পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জিংক ব্যবহারের উপকারিতার বার্তা প্রচার করা হচ্ছে।

এছাড়াও দেশব্যাপী সর্বস্তরের মানুষের কাছে শিশুদের ডায়রিয়া হলে খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিংক চিকিৎসার বার্তা জানিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন, বাউল সংগীত, যাদু এবং উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

তথ্যের দ্রুত প্রচারে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করে টেলিভিশনে জিংক চিকিৎসা বিষয়ক ১৩ পর্বের ধারাবাহিক নাটক, স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ও রেডিওতে ২৪ পর্বের নাটক

ও অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই খাবার স্যালাইনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি শিশুকে জিংক খাওয়াতে বলা হয়েছে।

জিংকের সুষ্ঠু বিতরণের জন্যও আইসিডিডিআর,বি এর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা যেমন, এনজিও, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও বেসরকারী খাতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। জিংক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য গাইড বই, পোষ্টার, বহুল উত্থাপিত প্রশ্ন ইত্যাদি নিয়ে প্রশিক্ষণসামগ্রী ও ভিডিও নাটক তৈরি করা হয়েছে। শুধু স্বাস্থ্যসেবাদানকারীই নয়, বিতরণ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেও এই চিকিৎসার উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রতিটি সরকারী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জিংক ট্যাবলেট পৌঁছে দেয়া হয়েছে। আইসিডিডিআর,বি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য সেবাদান কেন্দ্রে বিনামূল্যে জিংক ট্যাবলেট দান করেছে। এছাড়াও সুজি প্রকল্প দেশের ছয়টি বিভাগের বিভাগীয় পরিচালকসহ ৬৪টি জেলার সিভিল সার্জন, ৪৬৪টি উপজেলার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের সাথে জিংক চিকিৎসা বিষয়ে তথ্য বিনিময় সভার মাধ্যমে এ-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছে। এ সভায় অংশগ্রহণকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকগণ পরবর্তীতে কো-অর্ডিনেশন মিটিংয়ের মাধ্যমে অন্যান্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের কাছে জিংক চিকিৎসার তথ্য পৌঁছে দেবেন।

শুধু সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকই নন, সুজি প্রকল্প দেশের প্রথম সারির শিশু বিশেষজ্ঞগণের সাথেও জিংক চিকিৎসা বিষয়ে ধারাবাহিক ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন করে জিংক চিকিৎসায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও লাইসেন্স-বিহীন দু'ধরণের স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের সাথেই সুজি প্রকল্প ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে যার মাধ্যমে সারাদেশে শিশুদের ডায়রিয়া হলে খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিংক খাওয়ানোর পরামর্শ দিয়ে জিংক চিকিৎসার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ দল দেশের সব উপজেলা থেকে প্রায় ৬,০০০ গ্রাম ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে যারা পরবর্তীতে তাদের সহকর্মীদের কাছে জিংক চিকিৎসার এই বার্তা পৌঁছে দেবে।

সুজি প্রকল্প নিয়মিতভাবে বাংলাদেশে জিংক চিকিৎসার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করছে। সারা দেশের গ্রামাঞ্চল, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন-গুলোতে প্রতিনিধিত্বকারী জরীপের মাধ্যমে এই জরীপ করা হচ্ছে। ■

এনজিও খাতের মাধ্যমে শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহার

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশ সরকারী খাত ছাড়া অন্যান্য খাতের স্বাস্থ্যসেবার উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল, যেমন এনজিওর স্বাস্থ্যসেবা ও বেসরকারী খাতের লাইসেন্সবিহীন স্বাস্থ্যসেবাদানকারী। বাংলাদেশে শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় বেসরকারী খাতের ব্যবহারই বেশি। গ্রাম ডাক্তার, ওষুধ বিক্রেতা ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক স্বাস্থ্যসেবার শতকরা ৯০ শতাংশ জুড়ে আছে। জিংক স্কেলিং আপ কার্যক্রমের সর্বোচ্চ সফলতার জন্য জিংক প্রচারণার সাথে সাথে এসব স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের সমন্বয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার একটি কম্যুনিটিতে সুজি প্রকল্প একটি গবেষণা চালায় যেখানে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের সহযোগী এনজিও দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র তাদের অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দান করে। এনজিও ও বেসরকারী খাতের সমন্বয়ে এই এনজিও দুটি কম্যুনিটিতে স্বাস্থ্যসেবা দান করছে।

সুজি প্রকল্পের পরিচালিত গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল এনজিওর মাধ্যমে কম্যুনিটিতে শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহার ও উপকারিতার বার্তা পৌঁছে দেয়া। আশা করা হচ্ছে যে, এ সমন্বয়ের মাধ্যমে শিশুদের একিউট ডায়রিয়ায় জিংক চিকিৎসার হার অনেক বৃদ্ধি পাবে। গবেষণায় জিংক স্কেলিং আপ কার্যক্রমের ফলপ্রসূতা মূল্যায়ন করা হয়। শক্তিশালী ও সুসংহত এনজিও এবং বেসরকারী খাতের সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি জিংক স্কেলিং আপ ইন্টারভেনশন প্যাকেজের প্রভাব মূল্যায়নও এর উদ্দেশ্য। একটি কন্ট্রোলড্ বিফোর-আফটার স্টাডি ডিজাইন প্রণীত হয় যার মাধ্যমে দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সেবাপ্রাপ্ত কম্যুনিটি ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সেবাপ্রাপ্ত কম্যুনিটির জিংক স্কেলিং আপ কার্যক্রমের তুলনামূলক সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়।

ইন্টারভেনশনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল লাইসেন্সবিহীন স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের মধ্যে এনজিও স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের সাহায্যে শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী। এছাড়াও, মধ্যবর্তী এনজিওটি তাদের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমেও কম্যুনিটিকে শিশুদের ডায়রিয়া হলে জিংক ব্যবহারে উৎসাহিত করে।

গ্রাম ডাক্তার ও ওষুধ বিক্রেতাদের সাথে দুটি কম্যুনিটি জরীপ ও ইন-ডেপথ ইন্টারভিউ থেকে এই স্টাডি শিশুদের ডায়রিয়ায় জিংকের পরামর্শ ও এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার, প্রভৃতি তথ্যের মাধ্যমে জিংক স্কেল আপ ইন্টারভেনশন কর্মসূচীর প্রভাব মূল্যায়ন করে। সারাদেশে প্রচলিত স্কেলিং আপ কার্যক্রমের পাশাপাশি

একজন লাইসেন্সবিহীন স্বাস্থ্যসেবাদানকারী

এনজিওর সাথে এ বিশেষ কার্যক্রম কতটুকু বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে তা এখানে দেখা যায়। বেইজ লাইন জরীপের ফলাফলে দেখা যায় যে ইন্টারভেনশন এলাকায় প্রায় ৭৪ শতাংশ (n=৬১২) এবং কন্ট্রোল এলাকায় শতকরা ৭৮ জন (n=৬৩০) শিশুর ডায়রিয়ার জন্য স্বাস্থ্য সেবাদানকারীর পরামর্শ নেয়া হয়। এন্ডলাইন জরীপে দেখা যায় যে ইন্টারভেনশন এলাকার ৬৭ শতাংশ (n=৬১২) ও কন্ট্রোল এলাকায় ৫৮ শতাংশ (n=৬৫০) শিশুর ডায়রিয়ার জন্য স্বাস্থ্যসেবাদানকারীর পরামর্শ চাওয়া হয়। এর মধ্যে প্রায় ইন্টারভেনশন এলাকার ৭০ শতাংশ শিশুকে (বেইজলাইন জরীপে ৭৪.৫ শতাংশ ও এন্ডলাইনে ৭২.২ শতাংশ) খাবার স্যালাইন খাওয়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। কন্ট্রোল এলাকার ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে বেইজলাইনে ৭৩.১ শতাংশ ও এন্ডলাইন জরীপ চলাকালীন ৬৫ শতাংশ শিশুকে খাবার স্যালাইন খাওয়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। বেইজলাইন জরীপের ফলাফলে দেখা যায় ইন্টারভেনশন এলাকার ২২ শতাংশ ও কন্ট্রোল এলাকার ২৪ শতাংশ শিশুকে জিংক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ছয় মাস ইন্টারভেনশনের পর দেখা যায় কন্ট্রোল এলাকায় জিংকের ব্যবহার ৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং ইন্টারভেনশন এলাকায় জিংকের ব্যবহার ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিসংখ্যানের দিক থেকে এই ৮ শতাংশ বৃদ্ধি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

জিংক চিকিৎসার জন্য সুপারিশকৃত ১০ দিনের কোর্সের পূর্ণ স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ইন্টারভেনশন এলাকার জিংক ট্যাবলেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে ১০ দিনের পূর্ণ চিকিৎসা নেওয়ার হার ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ এই হার বেইজলাইনে ১৫.৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩.৩ শতাংশ হয়েছে। কন্ট্রোল এলাকায় চিকিৎসার পূর্ণ কোর্স বৃদ্ধি পেয়েছে ৫ শতাংশ, অর্থাৎ বেইজলাইনে পূর্ণ কোর্স গ্রহণের হার ছিল ১৪.১ শতাংশ এবং তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৯.২ শতাংশ। তবে ইন্টারভেনশনের পরও জিংক ব্যবহারকারী ও জিংক যারা ব্যবহার করছে না, তাদের মধ্যে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার কমেনি।

উপসংহার: এ স্টাডির ফলাফলে দেখা যায় যে, এনজিওর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে লাইসেন্সবিহীন স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের একটি সাধারণ, সুলভ প্রশিক্ষণ শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহার বৃদ্ধি করেছে। দেশব্যাপী সফলভাবে জিংকের স্কেলিং আপের জন্য এনজিও ও বেসরকারী স্বাস্থ্য-সেবাদানকারীদের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নন-সেক্টর স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের সাথে এধরণের আরো প্রয়াস বা কার্যক্রম প্রয়োজন। ■

বেবি জিংক গণমাধ্যম প্রচারাভিযান: ধানসিড়ির অভিজ্ঞতা

আইসিডিডিআর,বির স্কেলিং আপ কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে ধানসিড়ি বেবি জিংক গণমাধ্যম প্রচারাভিযানের দায়িত্ব পায়। এ প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্য হলো শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিংক ব্যবহারের উপকারিতার বার্তা সারাদেশে পৌঁছে দেয়া। ধানসিড়ি উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এবং বাংলাদেশের যত বেশি সম্ভব জনসাধারণের কাছে, বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে, বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সর্বাপেক্ষা কার্যকর যোগাযোগ কৌশল প্রণয়ন করে।

ফর্মেটিভ রিসার্চের মাধ্যমে কম্যুনিটির জনগণের বিশ্বাস, সংস্কৃতি, ভাষা ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ধারা, প্রভৃতির অনুধাবন আমাদের কাজে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। উদ্দিষ্ট জনগণের সাথে যোগাযোগের পথও সহজ করে দেয় এই গবেষণার ফলাফল। এ ফলাফল অবলম্বন করে ধানসিড়ি বিভিন্ন ধরনের কৌশল প্রয়োগ করে যার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে চাহিদা তৈরি করা যায়। তাই চাহিদার পাশাপাশি ট্যাবলেটের সহজলভ্যতার বিষয়টিও এ প্রচারাভিযানে তুলে ধরা হয়। প্রচারাভিযানকে জনগণের কাছে পরিস্কার, গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য করে তোলার জন্য ব্যাপক প্রি-টেস্টিং করা হয়।

ধানসিড়ি যোগাযোগের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জাতি গঠনকারী হাজার হাজার শিশুর জীবন রক্ষায় প্রত্যয়ী। শিশুদের জন্য অদ্বিতীয় ক্রিং ক্রিং ট্যাগলাইন ও ব্র্যান্ড আইকন এক বিশাল সাফল্য।

বেবি জিংক গণমাধ্যম প্রচারণার কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। যেমন, কিছু স্থানীয় ডাক্তার বেবি জিংক ট্যাবলেটের নাম এর ট্যাগলাইনের সাথে এক করে বলতেন ক্রিং ক্রিং বেবি জিংক। এভাবে প্রচারণার সফলতা প্রকাশ পায়। প্রথম বছর যখন 'ক্রিং ক্রিং বেবি জিংক, ডায়রিয়া হলে শিশুকে দিন' প্রচার করা হয় তখন অনেকেই ধারণা করেন যে এ বার্তা থেকে জনগণের মাঝে একটা ভুল বোঝাবোঝির অবকাশ আছে যে বেবি জিংক খাবার স্যালাইনের বিকল্প। তাই পরবর্তী পর্যায়ে এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির সুযোগ যেন না হয় তাই এই ট্যাগলাইন সংশোধন করে বলা হয় 'ক্রিং ক্রিং বেবি জিংক, ডায়রিয়া হলে স্যালাইনের পাশাপাশি শিশুকে দিন'।

বেবি জিংক গণমাধ্যম প্রচারণা কৌশলগতভাবে মিডিয়াতে প্রচার করা হচ্ছে। প্রচারণার এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর এর মূল্যায়ন করে

ছবি: ধানসিড়ি মিডিয়া

'ভালো আছি ভালো থেকো' নাটকে জনপ্রিয় অভিনয় শিল্পী চঞ্চল চৌধুরী ও বাঁধন

দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম বছরে টেলিভিশনে এই প্রচারণার মাধ্যমে শহরাঞ্চলে ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংক সম্পর্কে শতকরা ৯৫ ভাগ ও মফস্বল এলাকায় শতকরা ৫০ ভাগ সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। টেলিভিশনের দর্শক ও রেডিওর শ্রোতাবৃন্দের জন্য ধানসিড়ি ৫টি টিভি বিজ্ঞাপন ও ১টি রেডিও বিজ্ঞাপন তৈরি করেছে। ডায়রিয়ার চিকিৎসায় ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য জিংক ব্যবহারের বার্তা নিয়ে বিভিন্ন রকমের প্রচারণা সামগ্রী যেমন পোস্টার, লিফলেট, বিলবোর্ড, ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে।

প্রচারাভিযানের বার্তা সরাসরি পৌঁছানোর জন্য জনগণের সাথে উঠান বৈঠক, লোকজ সঙ্গীত, যাদু, প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময় বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়।

এ প্রচারাভিযানে উঠান বৈঠককে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের দূরবর্তী গ্রাম বা এলাকার মানুষের কাছে বেবি জিংক চিকিৎসার বার্তা পৌঁছে দেয়া হয়। দেশের প্রায় সব দূরবর্তী অঞ্চলসহ সারা দেশে প্রায় ৬০০ উঠান বৈঠক করা হয়। প্রতিটি বৈঠকে ৩০ জন নারী-পুরুষ তাদের শিশুদের নিয়ে অংশগ্রহণ করে।

সারাদেশের বিভিন্ন স্কুলে যাদু দেখানো হয়। যাদু সবার কাছে একটি খুবই মজার বিষয়, বিশেষত গ্রামাঞ্চলের শিশুদের কাছে। এটি একটি ব্যাপক সফল অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে প্রায় দেড় লক্ষ শিক্ষার্থী ও তাদের মায়েদের কাছে বেবি জিংকের বার্তা পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে যাদুর মাধ্যমে বেবি জিংকের ডোজ, কোন বয়সের শিশুদের জন্য প্রযোজ্য এবং ডিসপারসিবল ট্যাবলেট তৈরি ও খাওয়ানোর প্রক্রিয়া তুলে ধরা হয়। এছাড়াও দর্শকবৃন্দ বার্তাগুলো ঠিকমতো অনুধাবন করেছে কিনা তা বোঝার জন্য প্রতি অনুষ্ঠানেই একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখা হয়। এ পর্বের বিজয়ীকে পুরস্কার হিসেবে বেবি জিংক ধাঁধার খেলনা দেয়া হয়।

ধানসিড়ির ব্যাবস্থাপনা পরিচালক শমী কায়সার বাংলাদেশে শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় বেবি জিংক গণমাধ্যম প্রচারাভিযানের অভিজ্ঞতা যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে উপস্থাপন করেন ২০০৮ সালের ২৬ মার্চ।

'ক্রিং ক্রিং বেবি জিংক' মানুষের মুখে মুখে চলতে থাকে। এ প্রচারণার মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে যে বেবি জিংক ডায়রিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও এ প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে জিংক চিকিৎসার উপর টেলিভিশনে নাটক ও স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

তেরো পর্বের ধারাবাহিক নাটক 'ভালো আছি ভালো থেকো' বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয়। গ্রাম্য পটভুমিতে নির্মিত নাটকটি হাস্যরসে ভরপুর। এর সাথে সাথে নাটকে ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের ডায়রিয়া হলে খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি বেবি জিংক খাওয়ানোর বার্তাও প্রচার করা হয়। নাটকটির রচয়িতা বাংলাদেশের স্বনামধন্য লেখক আনিসুল হক এবং পরিচালনা করেন খ্যাতনামা অভিনেতা ও পরিচালক আবুল হায়াত। নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন জনপ্রিয় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী, বাঁধন, শহীদুজ্জামান সেলিম, এজাজুল ইসলাম ও চ্যালেঞ্জার। নাটকের শ্যুটিং ছিল হাস্যরসে ভরপুর এবং বাংলাদেশের দর্শকবৃন্দ নাটকটি খুব উপভোগ করেছে ।

ব্যবহারগত পরিবর্তনও আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু সচেতনতা গড়ে তোলার সফলতার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে আমরা মানুষকে শিক্ষিত করতে পেরেছি এবং আমাদের শ্রোতাদের তাদের এ জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগে উদ্বুদ্ধের পর্যায়ে আনতে পেরেছি। তাই জনগণকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্য এই প্রচারাভিযান চালু রাখা প্রয়োজন। নিয়মিত উপস্থাপনার মাধ্যমেই এক সময় এই জ্ঞান থেকে ব্যবহারগত পরিবর্তন আসবে, অর্থাৎ জনগণ শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিংক ব্যবহার করবে। ■